দলীয় কোন্দলের বলি শতবর্ষী মহররম মেলা

মেহেরপুরের কুতুবপুর গ্রামের শতবছরের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ মেলা এবার দলীয় কোন্দলের বলি হয়েছে। দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙে মেলাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে নেমে এসেছে চরম স্থবিরতা। ঐতিহ্যবাহী এই মিলনমেলা বন্ধের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক বিভেদ ও সমন্বয়হীনতাকে দায়ী করছেন সচেতন এলাকাবাসী।

স্থানীয় দর্শনার্থী আলামিন হোসেন জানান, কুতুবপুরের মেলা কেবল কেনাবেচার স্থান নয়, বরং অত্র অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের অন্যতম মাধ্যম। শতবর্ষ আগে কৃষিভিত্তিক এই জনপদে পণ্য বিনিময় ও বিনোদনের জন্য মেলাটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় এটি এই অঞ্চলের মানুষের কাছে একটি অনন্য উৎসবে পরিণত হয়। কিন্তু এবার সেই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের আমেজ ম্লান হয়ে গেছে দলীয় কোন্দলের কারণে।

মেলার খবরে রাজশাহী, নাটোর, লালপুর, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য নিয়ে এসেছিলেন। মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে মেলা বন্ধের খবর শুনে দিশেহারা হয়ে পড়েন তারা। ব্যবসায়ী ছলেমান হোসেন আক্ষেপ করে বলেন, “মেলাকে কেন্দ্র করে বিপুল পরিমাণ পণ্য তুলেছিলাম। মেলা না হওয়ায় সেগুলো বিক্রি হচ্ছে না, সব ব্যবসায়ীই এখন বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছেন।” অনেকে লোকসানের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি করে এলাকা ত্যাগ করলেও, কেউ কেউ এখনো মেলার আশায় দোকান নিয়ে বসে আছেন।

প্রতিবছর এই মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। এবছর মেলার খবর না জেনে বিকেল গড়ালেই বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ শিশুসন্তানদের নিয়ে ছুটে আসছেন। মেলার প্রাণচাঞ্চল্য না দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের। দর্শনার্থী পারভেজ হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “বছরের এই একটি দিনের অপেক্ষায় থাকি আমরা। মেলা অনুষ্ঠিত না হওয়া পুরো গ্রামবাসীর ব্যর্থতা। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের শতবছরের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে।”
ব্যবসায়ী রুবেল হোসেন জানান, নাগরদোলা থেকে শুরু করে খাবার,

শিশুদের খেলনা ও কসমেটিকসের দোকান—সব মিলিয়ে মেলাটি জমজমাট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সবকিছুই এখন ম্লান।

এই সংকটের উত্তরণ চেয়ে স্থানীয় সচেতন নাগরিক জুয়েল রানা বলেন, “ঐতিহ্য কোনো দলের নয়, এটি জনগণের সম্পদ। আমি আশা করি, আগামী বছরগুলোতে সকল প্রকার দলীয় কোন্দল ও বিভেদ কাটিয়ে মেলা কমিটি সম্মিলিতভাবে মেলার আয়োজন করবে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে যেন এই ঐতিহ্য পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, এটিই আমাদের দাবি।”

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিলে অদূর ভবিষ্যতে কুতুবপুর মেলা তার হারানো জৌলুস ফিরে পাবে।

মেহেরপুরের বিনোদন কেন্দ্র দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভীড়

তীব্র তাপদাহ উপেক্ষা করেও ঈদ আনন্দ উল্লাসে মেতেছে বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষ। এক মাস সিয়াম পালনের পর ঈদের দিন বিকেল থেকে উপচেপড়া ভীড় লক্ষ করা গেছে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে। ঈদের দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনে বিনোদন কেন্দ্র গুলি ভ্রমণ পিয়াসু মানুষের ভীড় উপচেপড়া। স্বামীর হাত ধরে নববধূ, প্রেমিকার হাত ধরে প্রেমিক, আাবার পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরছেন একটু বিনোদনের জন্য।

মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে ঘুরতে এসেছেন চুয়াডাঙ্গার তানভীর হুসাইন। সদ্য বিয়ে করেছেন তিনি। এটিই নববধূ পেয়ে প্রথম ঈদ। বউয়ের বায়না মেটাতে প্রথম বেড়াতে এসেছেন মুজিবনগরের ঐতিহাসিক স্থানে।

তিনি জানান, তীব্র গরমে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ঈদের আগের দিন থেকে মেহেরপুরের আবহাওয়া অনেকটা কমে মানুষের মধ্যে সস্তি এসেছে। বিকেলে ঘুরতে এসে অনেক পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হচ্ছে। ঈদের শুভেচ্ছাও বিনিময় হচ্ছে।

আমঝুপি নীলকুঠিবাড়তে ঘুরতে আসা নববধূ মধুমিতা জানায়,রমজান মাসের এক সপ্তাহ আগে তার বিয়ে হয়েছে। অন্যান্য বার ঈদের আনন্দ উপভোগ করতেন পিতা-মাতা ভাই-বোনদের সাথে। এবার তার স্বামীর সাথে ঘুরতে এসেছেন নীলকুঠিবাড়িতে। এখানে ঘুরতে এসে নাগরদোলায় চড়েছেন,ইলেকট্রিক চরকিতে ঘুরেছেন, চড়েছেন কেবল কারেও। স্বামীর সাথে বায়না ধরে কিনেছেন নানা ধরনের খেলনাপাতি।

ভাটপাড়া জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক ঘুরে দেখা মেলে কয়েক হাজার দর্শনার্থী। দর্শনার্থীদের ভিড়ে পরিপুর্ণ পার্কে মানুষ বিভিন্ন ভাবে বিনোদন নিচ্ছে। কথা হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোহী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিনের সাথে। তিনি জানান, ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে উল্লাস, ঈদেরছুটিতে ঘর বন্দী হয়ে থাকতে চায়না মন। ছেলে মেয়েরাও বায়না ধরে ঘুরতে যাওয়ার। ছেলে মেয়ের আবদার এছাড়াও স্থানীয় পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হবে,কথা হবে, এমন প্রত্যাশা নিয়ে ইকোপার্কে এসেছি। এখানে কয়েক হাজার মানুষ এসেছে। তবে মেহেরপুরের অনেক বিনোদনের সম্ভাবনময় জায়গা থাকলেও নেই সরকারি তেমন নজরদারী ও পৃষ্ঠপোষকতা।

জানা গেছে,মেহেরপুর জেলায় ছোটবড় চারটি বিনোদনের স্থান রয়েছে। একটি মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স, অনন্যা পার্ক, সদর উপজেলার আমঝুপি নীলকুঠি, ভাটপাড়া নীলকুঠি ডিসি ইকোপার্ক। এই চারটি স্থানই ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। মেহেরপুর জেলার মানুষ অনেক বশী বিনোদন পিয়াসু। কিন্ত বিনোদনের জন্য তেমন কোন পর্যটন বা বিনোদন কেন্দ্র না থাকায় ২০১৭ সালে তৎকালীন জেলা প্রশাসক পরিমল সিংহ নিজ উদ্যোগে ভাটপাড়া গ্রামের কতিপয় যুবক,স্থানীয় সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা,স্কুল শিক্ষক নিয়ে একটি ব্যাবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে নীলকুঠির ৩৩ একর জমিতে গড়ে তোলেন ইকোপার্ক। জেলা প্রশাসক বদলি হলে থমকে যায় পার্কের উন্নয়নকাজ। পার্কের সব কিছুই ধ্বংশের দ্বারপ্রান্তে। তবুও ঈদের দিন থেকে সপ্তাহ জুড়ে বিভিন্ন বয়সের মানুষের পদচারনায় মুখরিত থাকে পার্কের অভ্যন্তর।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আজিজুল ইসলাম জানান, ঈদের বিনোদনের জন্য বিনোদনের স্থানগুলি পরিপুর্ণ হয়েছে। বিনোদন প্রিয় মানুষের নিরাপত্তা দিতে পুলিশ প্রশাসন ও আনসার সদস্যরা কাজ করছে। স্ব-স্ব উপজেলা প্রশাসন নিরাপত্তায় কাজ করছে। আমি নিজেও কায়েকটি স্থান ঘুরে দেখেছি। সকলে নির্বিগ্নে চলাফেরা করছে।